খবর রাজ্যে/রাজ্যে

গণতন্ত্রে 'ভিআইপি' কেউ নয় : যোগী আদিত্যনাথ

সাহারানপুর, ২১ আগস্ট : গণতন্ত্রে কেউ ভিআইপি নয়। রাজ্য সরকারের মন্ত্র হল প্রত্যেকের এবং প্রত্যেকটি সেক্টরের উন্নয়ন। সাহারানপুর সফরে এসে জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে এই মন্তব্য করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

সমাজবাদী দলকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এর আগে কেউ কেউ বলতেন থানাগুলিকে উৎসব পালনের জন্য ৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার কথা। যদি এই টাকা স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার উন্নয়নে দেওয়া হত, তবে সামগ্রিকভাবে সমাজের ছবিটাই পাল্টে যেত। যোগীর মতে, উত্তর প্রদেশের মাত্র পাঁচটি জেলাতেই বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ। লক্ষ লক্ষ মানুষের ঘরে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া যায়নি। কাজেই মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনেই শুধু বিদ্যুৎ থাকবে তা হবে না। সরকারের মন্ত্র হল, প্রত্যেকের উন্নয়ন। বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে হবে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে। কারণ গণতন্ত্রে ভিআইপি বলে কিছু নেই যে তিনি বিশেষ সমাদর পাবেন।

বহু বছর আগে মার্কিন রাষ্ট্রপতি আব্রাহম লিঙ্কন বলেছিলেন, সরকার হল জনগণের, জনগণের দ্বারা পরিচালিত, জনগণের জন্য। অনেকটা সেই আদলেই যোগী এদিন বলেছেন, তাঁর সরকার হল 'গভর্নমেন্ট অফ দ্য কমন পিপল, গভর্নমেন্ট অফ দ্য ফার্মার্স।' এই গণতন্ত্রে কোনও বৈষম্য করা চলবে না। কৃষকদের ঋণ মকুব করেছে সরকার। জাত বা ধর্মের নামে কোনও বৈষম্য মেনে নেবে না তাঁর সরকার।

যোগীর এই মন্তব্য শোনার পর বিরোধীরা বলেছেন, যোগী আদিত্যনাথের দলই সবচেয়ে বেশি জাত, ধর্ম, শ্রেণির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে। তারাই সবচেয়ে বেশি বৈষম্য তৈরি করছে সমাজে। এই দলেই 'ভিআইপি'-দের কদর সবচেয়ে বেশি। আগে যোগী নিজের দলকে ঠিক করুন, পরে অন্য দলকে কটাক্ষ করবেন বলে মন্তব্য করেছেন সমাজবাদী দলের এক মুখপাত্র।

শ্রী নারায়ণ রাজকুমার মার্চেন্টস্ লিমিটেড

রেজিঃ অফিস: আনন্দ জ্যোতি বিল্ডিং, রুম নং ১০৭, ২য় তল, ৪১, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১
হেড অফিস: ৬০২, চিরঞ্জীব টাওয়ার, ৪৩, নেহরু প্লেস, নিউ দিল্লি-১১০০১৯, পোন: ৯১-১১-২৬৪৪৭৬৪৫, ফ্যাক্স: ৯১-১১-২৬২৩৪২৪৪
ফোন: ০৩৩ ৬৫১৮০৬১৬, ২২৩০৯৯০২, ০১২৯-৪০৯২০০৮,
ওয়েবসাইট: www.site.snmerchant.com, ইমেল: snmerchant@gmail.com
CIN:L51109WB1968PLC027338

৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা, রিমোট ই-ভোটিং এবং বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানির ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠক ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে বিকাল ৪টায় কোম্পানির রেজিস্টার অফিস আনন্দ জ্যোতি বিল্ডিং, রুম নং ১০৭, ২য় তল, ৪১, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ ঠিকানায় ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠিত হবে। ৩১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের যার ব্যবসায়ীক বিজ্ঞপ্তি ১১ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে সদস্যদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ৯১ ধারা অনুসারে দেখানো হয়েছে যার রেজিস্টার অফ মেম্বার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারা অনুসারে এবং এর সঙ্গে পঠনীয় রুল ২০ অফ কোম্পানিজ (পরিচালন এবং প্রশাসন) রুলস্ ২০১৪ এর সঙ্গে সংশাধীত রেগুলেশন ৪৪ অফ দি সেবি (ক্ষেত্রীয় দাও ও ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) রেগুলেশন ২০১৫ অনুসারে সদস্যদের ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি ১১ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সিডিএসএল-এর মাধ্যমে এবং কোম্পানির ইপিএসএ নম্বর ১৭০৮২০০০২। কোম্পানির কাট অফ তারিখ ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ ইলেকট্রনিক মেথডে উক্ত সুবিধা করা হয়েছে সিডিএসএল-এর মাধ্যমে।

সদস্যদের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে:

১) রিমোট ইভোটিং শুরু হবে ৯ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টায় এবং শেষ হবে ১১ সেপ্টেম্বর বিকাল ৫টায়। এই সময়ের পরে ইভোটিং মডিউলসে উক্ত বিষয়টি প্রদর্শীত হবে না। একবার সদস্যরা প্রস্তাবের উপর ভোট দিয়ে থাকলে তা আর পরিবর্তন করা যাবে না।

২) একজন ব্যক্তি যার নাম রেজিস্টার অফ মেম্বার ও বেনিফিসিয়াল ওনার হিসাবে কাট অফ তারিখের পরে যুক্ত হলে সেই সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

৩) যে সমস্ত সদস্য রিমোট ইভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন সেই সমস্ত সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিতে পারবেন কিন্তু ভোট দিতে পারবেন না।

৪) যে কোনও ব্যক্তি কাট অফ তারিখে পরে অর্থাৎ কোম্পানির আরটিএ মেসার্স বেতার ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বেতাল হাউস, ৪র্থ তল মাদাঙ্গি, লোকাল সার্ভিস সেন্টার, হরশুখদাস মন্দির, নয়াদিল্লি-১১০০৬২ অথবা সিডিএসএল-এর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে পারেন অথবা পাসওয়ার্ড সহ বিজ্ঞপ্তি পাঠাতে পারেন www.evotingindia.com এ।

৫) ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.snrmerchant.com এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.comএ।

এ ব্যাপারে সদস্যদের কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট helpdesk.evoting@cdslindia.comএ। এছাড়াও যোগাযোগ করতে পারে শ্বেতা আগরওয়াল কোম্পানি সেক্রেটারির ইমেল www.snrmerchant.com অথবা ০১১-২৬৪১৪০৫৭ অথবা ০১২৯৪০৯২০০৮ নম্বরে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
শ্রীনারায়ণ রাজকুমার মার্চেন্টস্ লিঃ-এর পক্ষে
স্বাঃ/-
(শ্বেতাআগরওয়াল)
কোম্পানি সেক্রেটারি
Membership No. A27057

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৬.০৯.২০১৭

সৃজন কেলেঙ্কারি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের পদত্যাগ দাবি

বিহার বিধানসভায় আরজেডি'র খণ্ডযুদ্ধ

বিহার বিধানসভায় উত্তেজিত হয়ে বক্তব্য রাখছেন লালুপুত্র তেজস্বী যাদব।

পাটনা, ২১ আগস্ট : আরজেডি'র দাবি মেনে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার গত ১৭ আগস্ট সিবিআইকে দিয়ে সৃজন কেলেঙ্কারির তদন্তের সুপারিশ করেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সেই সুপারিশ সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় জনতা দল সোমবার বিহার বিধানসভায় রীতিমতো খণ্ডযুদ্ধ চালাল মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে। প্রায় কখনওই মুখ খুলতে দেখা যায় না যে রাবড়ি দেবীকে, সেই রাবড়ি দেবীও এদিন বিধানসভায় জনতা দল (সংযুক্ত) ও বিজেপি নেতাদের দু'দুটি কেলেঙ্কারিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে পদত্যাগ দাবি করে রীতিমতো হইচই বাধিয়ে দিলেন।

কিছু কম যান না লালুপুত্র তেজস্বীও। চিৎকার করে স্লোগান দিতে দিতেই তিনি বললেন, এটা শুধু কেলেঙ্কারিই নয়, মেগা কেলেঙ্কারি। এখনই পদত্যাগ করা উচিত নীতীশ কুমার ও বিজেপি নেতাদের। প্রসঙ্গত, ভাগলপুরের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সৃজন মহিলা বিকাশ সহায়ক সমিতি লিমিটেড মেয়েদের বৃত্তিমুখী শিক্ষা দিয়ে থাকে। এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি ১০০০ কোটি টাকার কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নাম। জড়িয়ে গেছে আরও বেশকিছু বিজেপি নেতার নামও। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিজয় কুমার চৌধুরি প্রবল হই-হট্টগোলের ফলে সভা মুলতবি করে দিতে বাধ্য হন। কারণ আরজেডি বিধায়করা শুধু বিহার সরকারের বিরুদ্ধে গলা তুলে স্লোগানই দিচ্ছিলেন না, তারা দাবি করতে থাকেন সৃজন কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ও উপমুখ্যমন্ত্রী সুশীল কুমার মোদীকে পদত্যাগ করতে হবে। এছাড়া এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত মূল অভিযুক্তকে আড়াল করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন আরজেডি বিধায়করা।

আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন মামলায় লালুপ্রসাদ, তাঁর পুত্র তেজস্বী যাদব, কন্যা মিসা ভারতী সহ পরিবারের একাধিক সদস্যের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত শুরু হয়েছে। তাদের বিভিন্ন বাড়ি ও খামার হাউসে হানা দিয়েছে আয়কর, ইডি ও সিবিআই। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গ ছেড়েছেন। আর তখন থেকেই তিনি আরজেডি সদস্যদের বিষ নজরে রয়েছেন। দুর্নীতির অভিযোগে নীতীশের পদত্যাগ দাবি করছেন তারা। বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে নীতীশ কুমার মেগা স্ক্যামে জড়িয়ে পড়েছেন বলেও দাবি করা হচ্ছে। এই কারণেই এদিন বিহার বিধানসভায় হয়ে গেল একপ্রস্ত 'মিনি যুদ্ধ'। তবে যে কারণে এত হইচই তা কতটা সফল হল বলা মুশকিল। কারণ নীতীশ কুমার বা সুশীল মোদী কেউই এদিন সভায় ছিলেন না। ফলে বিজেপি ও জনতা দল (সংযুক্ত) বিধায়করাই পাল্টা লড়াই করলেন।

শশীকলা সাধারণ পোশাক পরেই ঢুকলেন জেলে, সিসিটিভি ফুটেজ অ্যান্টি-করাপশন ব্যুরোর হাতে

চেন্নাই, ২১ আগস্ট : শশীকলা ঘুস মামলায় বড় ধরনের সংযোজন হল এবার। প্রাক্তন ডিআইজি (কারা) ডি রূপা দুর্নীতি দমন শাখার হাতে তুলে দিলেন শশীকলাকে নিয়ে একটি সিসিটিভি ফুটেজ। ওই সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে এআইএডিএমকে'র সাধারণ সম্পাদক শশীকলা এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ইলাভরসি বেঙ্গালুরুর প্রপর্ণ অগ্রহর কেন্দ্রীয় কারাগারে ঢুকছেন সাধারণ পোশাকে। কারাগারে ঢোকার সময় তারা বন্দির পোশাক পরেননি বলে অভিযোগ করেছেন রূপা। প্রসঙ্গত, এর আগে এআইএডিএমকে নেত্রী জেলের মধ্যে তাঁর নিজের জন্য বিশেষ রান্নাঘর তৈরি করেছেন বলে অভিযোগ করেছিলেন রূপা। এরপরই তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

শশীকলার বিরুদ্ধে বেঙ্গালুরুর জেলে বিশেষ সুবিধা নেওয়ার অভিযোগে তদন্ত করছে দুর্নীতি দমন শাখা। শনিবার সেখানে সাক্ষ্য দিতে আসেন প্রাক্তন ডিআইজি (কারা) ডি রূপা। তিনি তাঁর সাক্ষ্য দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিডিও ফুটেজটিও জমা দেন দুর্নীতি দমন শাখার কাছে। প্রসঙ্গত, গত ১০ জুলাই রূপা প্রাক্তন আইজি (কারা)'র কাছে একটি চার পাতার রিপোর্ট পাঠিয়ে অভিযোগ করেছিলেন, জেলে শশীকলার জন্য বিশেষ রান্নাঘর তৈরি হয়েছে। তিনি দাবি করেছিলেন, এআইএডিএমকে প্রধানের জন্য প্রতিদিন বিশেষ রান্নাঘরে তাঁর পছন্দের খাবার তৈরি হয়। মহিলা সেলের লাগোয়া বিশেষ রান্নাঘরে এজন্য বাইরে থেকে আনা হয়েছে অভিজ্ঞ শেফকে। তারাই খাবার তৈরি করে দেন শশীকলা ও তাঁর আত্মীয়দের। শশীকলা ছাড়াও স্ট্যাম্প পেপার কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত আবদুল করিম তেলগিকেও এই বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেছিলেন রূপা। ভুয়ো স্ট্যাম্প পেপার কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত আবদুল তেলগির বডি ম্যাসাজের জন্য জেলে তিন-চারজন অভিযুক্ত বন্দিকে প্রতিদিন নিয়ম করে পাঠানো হয় বলেও তিনি অভিযোগ করেছিলেন। যদিও জেলের তৎকালীন আইজি সব কথাই অস্বীকার করেন।

পুরো ঘটনা জানার পর কর্নাটক সরকার ডিআইজি (কারা)'র পদ থেকে সরিয়ে দেন রূপাকে। সরিয়ে দেওয়া হয় আইজিকেও। কিন্তু দুর্নীতিদমন শাখা যে তদন্ত করছে সেখানে সাক্ষ্য দিতে এসেই এবার রূপা শশীকলা সম্পর্কে আরও তথ্য জানিয়ে দিলেন ভিডিও ফুটেজ দিয়ে।

অর্থের অভাবে বিনা চিকিৎসায় হাসপাতালে শিশুর মৃত্যু

রাঁচি, ২১ আগস্ট : গোরক্ষপুরের হাসপাতালে অক্সিজেনের অভাবে ৭৩টি শিশু প্রাণ হারিয়েছে। আর ঝাড়খণ্ডের সরকারি হাসপাতালে বাবা টাকা দিতে না পারায় অকালে ঝড়ে পড়ল একটি এক বছরের শিশুর প্রাণ। উঁচু থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত লাগে এক বছরের শিশু শ্যামের। তড়িঘড়ি বাবা সন্তোষ কুমার তাকে রাঁচির অন্যতম সেরা সরকারি হাসপাতাল রাজেন্দ্র ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেসে নিয়ে যান। সেরা হাসপাতালকেই বেছে নিয়েছিলেন সন্তোষ কুমার একরত্তি শিশুকে বাঁচানোর জন্য। শিশুটিকে পরীক্ষার পর চিকিৎসকরা জানান, সিটি স্ক্যান করতে হবে। এজন্য ১৩৫০ টাকার প্রয়োজন। সন্তোষের কাছে ছিল মাত্র ১৩০০ টাকা। ওই হাসপাতালেরই ল্যাবরেটরি কর্মীদের কাছে গিয়ে সন্তোষ ছেলের স্ক্যান করার কথা বলেন। কিন্তু মাত্র ৫০ টাকা কম হলেও তারা স্ক্যান করতে পারবেন না বলে জানিয়ে দেন। প্রায় হাতে-পায়ে ধরলেও মন গলেনি ল্যাবের কর্মীদের। শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সন্তোষ। এজন্য কার শাস্তি প্রাপ্য কে বলবে? লাল ফিতের ফাঁসে আটকে যায় ৫০ টাকা। সন্তোষের ঘনিষ্ঠদের প্রশ্ন, মাত্র ৫০ টাকার জন্য একরত্তি শিশুকে হারাতে হল। রিমস কর্তৃপক্ষ অবশ্য এর কোনও জবাব দেননি।

গোরক্ষপুরের পর এবার ছত্তিশগড়, অক্সিজেনের অভাবে ৩ সদ্যোজাত'র মৃত্যু

রায়পুর, ২১ আগস্ট : সরকারি হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের তিন সদ্যোজাত'র মৃত্যুকে ঘিরে প্রবল বিতর্ক দেখা দিয়েছে। মৃত শিশুদের পরিজনরা এজন্য অক্সিজেনের জোগানের অভাবকে দায়ী করেছেন। তারা সরাসরি আঙুল তুলেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দিকে। যদিও ছত্তিশগড়ের স্বাস্থ্য দফতর সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী রামন সিং অবশ্য এই শিশুমৃত্যুর তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রসঙ্গত বিভিন্ন শারীরিক জটিলতা নিয়ে এই তিন সদ্যোজাতকে রবিবার রায়পুরের ডঃ বি আর আম্বেদকর মেমোরিয়াল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনটি শিশুর মধ্যে একটির মৃত্যু হয় রবিবার দুপুর ১২.৩০ মিনিট নাগাদ। অন্যটির মৃত্যু হয় ১.৩০ মিনিটে। তৃতীয় শিশুটি মারা যায় সোমবার সকাল ১০টায় বলে দাবি করেছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব সুব্রত সাহু। তাঁর আরও দাবি, তিনটি শিশুই নানাবিধ শারীরিক জটিলতা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। সেজন্যই তাদের ভেন্টিলেটরে পাঠাতে হয়। স্বাস্থ্যসচিব জানিয়েছেন, এ সত্ত্বেও মৃত শিশুদের পরিজনদের দাবি মেনে অক্সিজেন জোগানের ডিউটিতে থাকা হাসপাতাল কর্মী রবিচন্দ্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তিন মৃত শিশুর আত্মীয়দের দাবি, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যাই বলুক, অনিয়মিত অক্সিজেন জোগানের জন্যই মৃত্যু হয় তাদের। অথচ হাসপাতালের মধ্যেই রয়েছে অক্সিজেন সাপ্লাই প্ল্যান্ট। কিন্তু কর্মীদের কর্তব্যে গাফিলতির জন্যই শিশুমৃত্যু ঘটেছে বলে অভিযোগ করেছেন পরিজনেরা।

তাদের আরও দাবি, অক্সিজেন জোগানের দায়িত্বে ছিলেন হাসপাতালের যে কর্মী, সেই রবিচন্দ্র সে সময় অত্যধিক মদ্যপান করে থাকায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে তিন গুরুতর রোগে আক্রান্ত শিশুকে অক্সিজেন দেওয়ার হুঁশ তার ছিল না। ওই কর্মীর গাফিলতির জন্য তিনটি শিশুর মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

যদিও রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব সুব্রত সাহুর দাবি, অসুস্থ শিশুদের অক্সিজেনের জোগান বিচ্ছিন্ন হয়নি। অক্সিজেন কমে আসছে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসক সংশ্লিষ্ট কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করে অক্সিজেনের জোগান স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।

জেনিথ এক্সপোর্টস্ লিমিটেড

রেজিঃ অফিস:ঃ ১৯, আর এন মুখার্জি রোড,
কলকাতা-৭০০০০১
ফোন: ০৩৩-২২৪৮-৭০৭১/৬৯৩৬,
ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৪৩-৯০০৩
ই-মেল : zenith@giascl01.vsnl.net.in
CIN:L24294WB1981PLC033902

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে সকাল ১০.৩০ মিনিটে বিড়লা অ্যাকাডেমি অফ আর্ট অ্যান্ড কালচারাল ১০৮, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৯ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে। যার ব্যবসায়ীক বিজ্ঞপ্তি ২৫.০৭.২০১৭ তারিখে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

উক্ত বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে যোগদানের স্লিপ এবং প্রক্সি ফর্ম পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.zenithexportslimited.com

এ ছাড়াও ই-ভোটিংয়ের সুবিধা পাওয়া যাবে এবং ব্যালটের সুবিধা পাওয়া যাবে। ই-ভোটিং শুরু হবে ১২.০৯.২০১৭ তারিখে সকাল ৯টায় এবং শেষ হবে ১৪.০৯.২০১৭ তারিখে বিকাল ৫টায়। [illegible] ০৮.০৯.২০১৭। [illegible] এনএসডিএল-এর মাধ্যমে। [illegible] evoting@nsdl.co.in [illegible]

বোর্ডের আদেশানুসারে
জেনিথ এক্সপোর্টস লিঃ-এর পক্ষে
গোবিন্দ পাণ্ডে
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২১-০৮-২০১৭ (কোম্পানি সেক্রেটারি)

মালেগাঁও বিস্ফোরণে মূল অভিযুক্তের জামিন

মুম্বই/নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট : মালেগাঁও বিস্ফোরণের প্রধান অভিযুক্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) প্রসাদ শ্রীকান্ত পুরোহিতকে জামিন দিল সুপ্রিম কোর্ট। মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার মালেগাঁও শহরে একটি ব্যস্ত বাজারে ২০০৮ সালে এই বিস্ফোরণে সাতজনের মৃত্যু হয়। আহত হন ৭০ জন। মহারাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী স্কোয়াড লেফটেন্যান্ট কর্নেল প্রসাদ পুরোহিতকে এই বিস্ফোরণে জড়িতদের অর্থ ও বিস্ফোরক জোগান দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করে। পুরোহিত ছাড়াও পুলিশ এই বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে একটি হিন্দু সংগঠনের নেত্রী সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর, শিবনারায়ণ গোপাল সিং কালসাঙ্গরা এবং শ্যাম ভাওয়ারলাল সাহুকে গ্রেফতার করে। এছাড়া গ্রেফতার করা হয় আরও একাধিক জনকে। এই মামলায় ১১ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিশেষ মোকা আদালত চার্জশিট জমা দেয়। মহারাষ্ট্র এটিএসের চার্জশিটকে সমর্থন করে বম্বে হাইকোর্ট ১১ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মোকা বহাল রাখে। তদন্তের গতি যাতে স্বচ্ছ হয়, সেজন্য এটিএসের হাত থেকে তদন্তভার যায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এনআইএ'র হাতে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশেই এনআইএ এই মামলা হাতে নেয়। সুপ্রিম কোর্টে খারিজ হয়ে যায় সাধ্বী প্রজ্ঞা ঠাকুরের জামিনের আবেদন। কিন্তু ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসের পর থেকে সুর নরম হতে থাকে বলে অভিযোগ করেছে একটি ইংরেজি দৈনিক। সুপ্রিম কোর্টে খারিজ হয়ে যায় বম্বে হাইকোর্টের নির্দেশ। মোকার বিশেষ আদালতে চার্জশিটও সরিয়ে রাখা হয়। এই মামলার সরকারি আইনজীবী রোহিনী সালিয়ানকে এনআইএ নাকি অভিযুক্তদের সম্পর্কে 'সুর নরম' করার নির্দেশ দেয়। ২০১৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি এনআইএ বিশেষ আদালতকে জানায়, ২০০৮-এর মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলায় প্রযোজ্য নয় মোকা চার্জশিট। এনআইএ এইসময় সাধ্বী প্রজ্ঞার বিরুদ্ধে মোকা আদালতের বিশেষ চার্জশিট খারিজ করে দিয়ে দ্বিতীয় চার্জশিট জমা দেয়। সাধ্বী প্রজ্ঞা ঠাকুর সহ তিনজনের বিরুদ্ধে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে এই চার্জশিটে দাবি করা হয়।

---

khaitan (India) Limited

Regd. Office: 46-C, J. L. Nehru Road, Kolkata - 700071
E-mail: kilsugar@vsnl.net ; Website: www.khaitansugar.com
Phone : (033) 22487460, (033) 2210 3331 (4 lines); Fax (033) 2248 7516
CIN No : L10000WB1936PLC008775

৩০ জুন, ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবরণী

(শেয়ার হোল্ডারদের লক্ষ টাকা)

ক্রমিক সংখ্যা	বিবরণী	সমাপ্ত তিন মাস ৩০/০৬/২০১৭ অনিরীক্ষিত	সমাপ্ত তিন মাস ৩০/০৬/২০১৬ অনিরীক্ষিত
১.	মোট আয় কাজের থেকে (নিট)	১,২৮৩.৫০	২৩২.৭৭
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সাধারণ বিষয়ে করের আগে ব্যতিক্রমী বিষয় অথবা ব্যতিক্রমী বিষয়	৬.৪৩	(১৫৬.৪১)
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সাধারণ বিষয়ে করের পরে ব্যতিক্রমী বিষয় অথবা ব্যতিক্রমী বিষয়	৬.৪৩	(১৫৬.৪১)
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালীন (ব্যতিক্রমী বিষয়, অতিরিক্ত বিষয় সমূহ ও করের পরে	৬.৪৩	(১৫৬.৪১)
৫.	মোট সম্পৃক্ত আয় সময়কালীন (অধিক লাভ/ক্ষতি সময়কালীন (করপরবর্তী) এবং অন্যান্য অধিক আয় করের পরে	১১.৮৮	(১৫১.৮৬)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৪৭৫.০০	৪৭৫.০০
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (মূল এবং মিশ্র বার্ষিকীকৃত নয়) (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ১০টাকা)	০.২৫	(৩.২০)

দ্রষ্টব্য : উপরিউক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি স্টক এক্সচেঞ্জে রেগুলেশন অফ ৩৩ সেবির গাইডলাইন অনুসারে (ক্ষেত্রীয় ও ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) রেগুলেশন ২০১৫ অনুসারে দেখানো হয়েছে। পুরো ফরম্যাট অনুসারে অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি স্টক এক্সচেঞ্জের **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.khaitandugar.com** দেখা যাবে।

বোর্ডের আদেশনুসারে-এরপক্ষে ডিরেক্টর

নিউ চুমটা টি কোম্পানি লিমিটেড

রেজিঃ অফিস: ম্যাকলয়েড হাউস, ৩, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১

৩০.০৬.২০১৭ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (সাময়িক) (লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	অনিরীক্ষিত সমাপ্ত ৩ মাস ৩০-০৯-১৭	অনিরীক্ষিত সমাপ্ত ৩ মাস ৩০-০৬-১৭	নিরীক্ষিত সমাপ্ত বছর ৩১-০৩-১৭
১.	নিট বিক্রয়/কাজে থেকে আয়	১০৯৫.৪৭	১০৬১.২৩	৩৩০৭.৪৪
২.	ব্যয়			
	ক) কাঁচামালের ব্যবহার	২০৯.৪০	২৪৩.৭০	৬৫৯.৬৪
	খ) তৈরি পণ্যের উদ্ভাবনী পরিবর্তন	২৩২.৬৭	২৬৯.২৫	৪২৮.৫৩
	গ) কর্মী সুবিধার্থে ব্যয়	৩০৯.১৭	৩০৩.৬৭	১১০৩.৯৫
	ঘ) অবচয়	১৮.০০	২০.০০	৭৫.০০
	ঙ) অন্যান্য ব্যয়	২৪৭.১৪	২২৭.৭৭	৯৭০.২৮
	মোট	১০১৬.৩৮	১০৫৪.৩৯	৩২৩৭.৪০
৩.	অন্যান্য আয়, আর্থিক খরচ ও ব্যতিক্রমী বিষয়ের পূর্বে সাধারণ বিষয় থেকে লাভ/(ক্ষতি) (১-২)	৭৯.০৯	৬.৮৫	৭০.০৪
৪.	অন্যান্য আয়	০.০০	০.৪২	৩১.৫৮
৫.	আর্থিক খরচ ও ব্যতিক্রমী বিষয়ের পূর্বে সাধারণ বিষয় থেকে লাভ/(ক্ষতি) (৩+৪)	৭৯.০৯	৭.২৬	১০১.৬২
৬.	আর্থিক খরচ	১৮.১২	২১.২৬	৮২.৬১
৭.	আর্থিক খরচের পরে কিন্তু ব্যতিক্রমী বিষয়ের পূর্বে সাধারণ বিষয় থেকে লাভ/(ক্ষতি) (৩+৪)	৬০.৯৭	(১৩৯৯)	১৯.০১
৮.	করব্যয়	০.০০	০.০০	১৫.০০
৯.	লাভ/ক্ষতি করের পূর্বে	২১৪.০০	২১৪.০০	২১৪.০০
১০.	আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির প্রারম্ভিক মূল্য ১০ টাকা)	২১৪.০০	২১৪.০০	২১৪.০০
১১.	সংরক্ষণ পুনর্মূল্যায়ণ ব্যতীত সংরক্ষণ	-	-	০.০০
১২.	ইপিএস মূল এবং মিশ্র পূর্বে/পরে সাধারণ বিষয়	২৮৫	(০.৬৫)	০.৮৯
১৩.	**শেয়ার হোল্ডিংয়ের বিবরণ**			
	পাবলিক শেয়ার হোল্ডিং			
	— শেয়ার সংখ্যা	১৩৮৮৬০	১৩৮৮৬০	১৩৮৮৬০
	— শেয়ার হোল্ডিংয়ের শতাংশ	৬.৪৯	৬.৪৯	৬.৪৯
১৪.	প্রমোটার এবং প্রমোটারদের শেয়ার হোল্ডিং			
	ক) জামানত/বন্ধকী খাতে	নেই	নেই	নেই

১) করের জন্য সংস্থান বছরের শেষে মিলকরণ করা হবে বিলম্বিত এর মধ্যে যুক্ত আছে।

২) উপরিউক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি ১৪ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে পরিচালকবর্গের সভায় গৃহীত ও নথিভুক্ত।

৩) সমাপ্ত ত্রৈমাসিকে শেয়ার হোল্ডারদের কাছ থেকে কোনও রকম অভিযোগ গৃহীত হয়নি, এবং পর্যালোচিত সময়ের শেষে কোনও অভিযোগ বকেয়া নেই।

নিউ চুমটা টি কোম্পানি লিঃ-এর পক্ষে
শরদ বাজোরিয়া
চেয়ারম্যান

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪ আগস্ট, ২০১৭

ওয়েবসল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড

CIN : L29307WB1990PLC048350
রেজি অফিস : ৪৮, প্রমথ চৌধুরি সরণী, প্লট নং. ৮৪৯, ব্লক-পি, তয় তল, কলকাতা-৭০০০৫৩
New Alipore, Kolkata-700053 Ph : (033) 24000419, Fax : (033) 24000375
Website : www.webelsolar.com Email : websol@webelsolar.com

৩১/০৬/২০১৭ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক সংখ্যা	বিবরণ	সমাপ্ত তিন মাস ৩০/০৬/২০১৭ (অনিরীক্ষিত)	সমসাময়িক সমাপ্ত তিন মাস ৩০/০৬/২০১৬ পূর্ববর্তী বছর (অনিরীক্ষিত)
১.	মোট আয় কাজের থেকে (নিট)	৮০.৩৪	৫৫.২৭
২.	নিটলাভ/(ক্ষতি) সাধারণ বিষয়ে করের আগে ব্যতিক্রমী বিষয় অথবা ব্যতিক্রমী বিষয়	৯.৪৮	০.০১
৩.	নিটলাভ/(ক্ষতি) সাধারণ বিষয়ে করের পরে ব্যতিক্রমী বিষয় অথবা ব্যতিক্রমী বিষয়	৯.৪৮	(০.৩৩)
৪.	নিটলাভ/(ক্ষতি) সময়কালীন (ব্যতিক্রমী বিষয়, অতিরিক্ত বিষয়সমূহ ও করের পরে	৯.৪৮	(০.৩৩)
৫.	মোট সম্পৃক্ত আয় সময়কালীন (অধিক লাভ/ক্ষতি সময়কালীন (করপরবর্তী) এবং অন্যান্য অধিক আয় করের পরে	৯.৪৮	(০.৩৩)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২২.৭৬	২১.৯৭
৬.	শেয়ার প্রতি আয় (ব্যতিক্রমী বিষয়ের পূর্বে) (প্রতিটির মূল্য ১০ টাকা)		
	ক) মূল	৪.১৬	(০.১৫)
	খ) মিশ্র	২.৭০	(০.০৯)

দ্রষ্টব্য:-

[illegible]

বোর্ডের আদেশানুসারে
ওয়েবসল এনার্জি সিস্টেম লিঃ-এর পক্ষে
স্বাঃ/- এস.এল. আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00189898

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২১.০৮.২০১৭

কেজরিকে নিয়ে তথ্যচিত্র মুক্তিতে প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি লাগবে, বলেছিলেন পহেলাজ নিহালনি

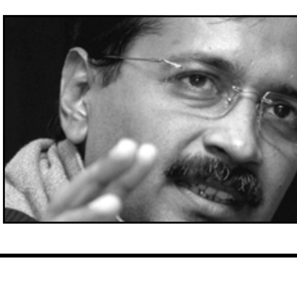মুম্বাই/নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট : 'অ্যান ইনসিগনিফিক্যান্ট ম্যান'—দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের উপর একটি তথ্যচিত্র। এই তথ্যচিত্রে তাঁর দীর্ঘ জার্নি তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন মুভি নিয়ে সেন্সর বোর্ড অনুমতি দিতে টালবাহানা করলেও ফিল্ম সার্টিফিকেশন অ্যাপেলিয়েট ট্রাইব্যুনালের নির্দেশে সেন্সর বোর্ড কেজরির উপর তথ্যচিত্রটিকে সার্টিফিকেট দেওয়া নিয়ে দেরি করেনি বলে জানিয়েছেন এই তথ্যচিত্রের দুই সহকারী পরিচালক বিনয় শুক্লা ও খুশবু রাঙ্কা। তাঁরা দু'জনেই আরও খুশি এই কারণে যে ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ তাদের অনুকূলেই রয়েছে। দুই সহকারী পরিচালকের মতে, কেজরিকে নিয়ে করা তথ্যচিত্রটি কার্যত ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক ছবি। তবে পহেলাজ নিহালনি সেন্সর বোর্ডের সদস্য থাকার সময় তাদের সেন্সর বোর্ডের অনুমতি পেতে একটু জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল। নিহালনি নাকি শুক্লা ও রাঙ্কাকে সাফ বলে দেন, এই তথ্যচিত্রের জন্য নো অবজেকশন সার্টিফিকেট পেতে হলে তাদের স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে যেতে হবে। তাতেও হবে না। যেতে হবে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিত এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী কেজরির কাছে। নিহালনি একথা বলার পরই তথ্যচিত্র নির্মাতারা যোগাযোগ করেন ট্রাইব্যুনালের সঙ্গে। ট্রাইব্যুনাল সাফ জানায়, অনুমতি পাওয়ার জন্য তথ্যচিত্র থেকে কংগ্রেস বা বিজেপি নেতাদের নাম বাদ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সবচেয়ে বড় কথা জনস্বার্থ এবং বাক্ স্বাধীনতার প্রশ্নটি। কারও মানসম্মান রক্ষা করার পরিবর্তে বাক্ স্বাধীনতা অনেক বেশি। কেজরিকে নিয়ে তৈরি এই তথ্যচিত্রটি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে পাঠানো শুরু হয়েছে। এই চলচ্চিত্র উৎসবগুলির মধ্যে রয়েছে লন্ডন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এবং বুশান ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। প্রতিটি চলচ্চিত্র উৎসবেই তথ্যচিত্রটি সাড়া জাগাবে বলে আশা নির্মাতাদের।